শহীদের গল্প

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ)

আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ্ এর ঘটনা

আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ্ আমাদের সালাফদের মাধ্য হতে তিনি একজন বড় মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের ময়দানে তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে, বিশেষ করে রোমানদের বিরুদ্ধে। তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন। আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ একবার মসজিদে নববীতে বসে তার আরব বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলেন। তখন তার বন্ধুরা বলল, আবু হুদামা তুমিতো সারাটা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছো। জীবনে অনেক জিহাদ করেছ, আজকে তুমি আমাদের জিহাদের ময়দানের এমন একটি ঘটনা শুনাও যে ঘটনাটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছে। আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আচ্ছা শোনো আমরা একবার রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত দিকা নামক শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম পথিমধ্যে আমি একটি উট কিনার জন্য এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম।

আমাদের অবস্থানের খবর শুনে একজন মহিলা আসলো। সে আমার সাথে দেখা করল এবং বলল আমার স্বামী জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন, আমার কয়েকজন ছেলেও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে, আমার কয়েকজন ভাই ছিল তারাও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছেন। এখন শুধুমাত্র আমার একটি ছেলে আছে, আর ছোট্ট একটি মেয়ে আছে। আমার ছেলেটির বয়স ১৫ বছর। সে হাফেজে কুরআন, হাদীসের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখে, দক্ষ অশ্বারোহী, দেখতেও শুশ্রী আমার খুব ইচ্ছা ছেলেটিকে জিহাদে পাঠাবো কিন্তু সে একটি কাজে শহরের বাইরে গেছে। এখনো পর্যন্ত ফিরে আসেনি অপেক্ষায় আছি, সে আসলেই আপনার সাথে জিহাদে পাঠিয়ে দিতাম। আর এখন আপনাকে দেয়ারমত আমার ঘরে কিছুই নেই। আফসোস! এত মহান একটি জিহাদ হচ্ছে আর আমি এটা থেকে বঞ্চিত থাকবো! এটা তো কিছুতেই হতে পারে না তখন তিনি ধূলোয়মাখা কয়েকটি মাথার চুল দিয়ে বললেন, এই চুল গুলোকে ঘোড়ার লাগাম হিসেবে ব্যবহার করবেন। যাতে এই বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে আমি কিছুতেই বঞ্চিত না হই। আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি চুলগুলো নিলাম এবং তার ছেলেকে দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তারা আসতে দেরী হচ্ছে দেখে আমরা গন্তব্যের দিকে রৌনা হয়ে গেলাম। অনেক পথ অতিক্রম করার পর দেখতে পেলাম পিছন দিক থেকে একজন অশ্বারোহী ধূলো উড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে।

কাছে আসার পর সেই অশ্বারোহী যুবক আমাকে চাচা বলে ডাক দিল এবং পরিচয় দিয়ে বলল, আমি ওই মহিলার সন্তান যিনি আপনাকে জিহাদের জন্য চুল দান করেছেন। আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চলে এসেছি। আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম যে ছেলেটি একেবারেই ছোট। ১৪, ১৫ বছর বয়স হবে মাত্র। আর জিহাদতো তার উপর আবশ্যকও নয়। তাই আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, বাবা তুমি বাড়িতে ফিরে যাও। তোমার মায়েরতো কেউ নেই, তুমি বাড়িতে গিয়ে তোমার মায়ের পাশে থাকো, মায়ের খেদমত করো, মায়ের দেখাশোনা কর।

তুমি আপাদত ফিরে যাও। পরে বড় হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। ছেলেটি বলল চাচা, আমার মা আমাকে শেষ বিদায় দিয়েছেন, তিনিই আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যেতে বলেছেন। আর আমি ভালো ঘোড়সওয়ার ও দক্ষ তীরন্দাজ আপনি আমাকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পাবেন কখনো যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী হিসেবে পাবেন না। আপনি আমাকে সাথে নিয়ে নিন। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর আমি তাকে সাথে নিয়ে নিলাম। আমরা কিছু পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় তাবু গাড়লাম ও যাত্রা বিরতি দিলাম। মুজাহিদীনরা সবাই রোজা রেখেছিলেন তাই সফর করে সবাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। বিকাল বেলা খাবার রান্না করতে হবে। ছেলেটি বলল, চাচা আপনারা সবাই রোজা রেখেছেন। আপনারাতো ক্লান্ত, তাই দেন রান্নাবান্নার কাজটা আমিই করি। সে করে জোর করে বললো তাই রান্নার

দায়িত্বটা তাকেই দেয়া হলো। মুজাহিদীনরা ঘুমিয়ে পরলেন। রান্না করে এক পর্যায়ে সেও ঘুমিয়ে পরলো।
আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে ঘুমের মাঝে মিটমিট করে হাসছে। আমি অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদেরকেও বিষয়টি দেখালাম। ছেলেটির ঘুম ভাঙার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি হাসছিলে কেন? সে বলতে চাইলনা। অনেক জোরাজুরির পর সে বলল, আমি দেখালাম স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত বিশাল একটি প্রাসাদ।প্রাসাদটি দেখতে খুবই মনোরম ছিল। চাঁদের ন্যায় উজ্জল অনেকগুলো সুন্দর মেয়ে সে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আমাকে অভিবাদন জানাতে লাগলো, আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, হে মারজিয়ার স্বামী! মারজিয়া উপরে আছে। আমি প্রাসাদের উপরে চলে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি খুব সুন্দর একটি মেয়ে বসে আছে, যার উজ্জলতা সূর্যের আলোকেও হার মানায়। আমি তাকে স্পর্শ করার জন্য তাড়াহুড়া করেছিলাম; সে আমাকে বলল, ধৈর্য্য ধরো এখনো সময় হয়নি। আগামীকাল দুপুরে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেল।
আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরেরদিন রোমানদের বিরুদ্ধে আমরা তুমুল যুদ্ধ শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বিজয় লাভ করলাম, রোমনরা পরাজিত হল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল আমাদের অনেক সাথী আহত হয়ে ময়দানে পরে আছে। সাথীরা তাদেরকে তুলছে আমিও আহত সাথীদের মাঝে মনে মনে ওই ছেলেটিকে তালাশ করছিলাম। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সে কোথায় আছে! কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেই ছেলেটি রক্ত মাখা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি দৌড়িয়ে ওর কাছে গেলাম, ও আমাকে লক্ষ্য করে বলল; চাচা আমিতো শহীদ হয়ে যাচ্ছি আমার এই রক্তমাখা জামাটা আমার মাকে নিয়ে দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছে। সে লড়াই করতে করতে বিজয় এনেছে, সে পিছু হটেনি। এতে করে আমার মা সান্তনা পাবে আর বাড়িতে আমার ছোট্ট একটা বোন আছে। বাড়িতেতো কেউ ছিলনা তাই ও আমার কাছেই থাকত। আমি ওকে অনেক আদর করতাম, ও আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দিত না, সবসময় ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকতো। আপনি যখন বাড়িতে যাবেন তখন আমার ছোট বোনটাকে একটু সান্তনা দিবেন। আর আমার মাকে সান্তনা দিয়ে বলবেন; আমি শহীদ হয়েছি, আপনি সৌভাগ্যবান শহীদের মা। আর চাচা! আমি যে আপনাকে স্বপ্নে দেখা মারজিয়ার কথা বলেছিলাম, মারজিয়া আমার মাথার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, এই বলে ছেলেটি শহীদ হয়ে গেল। আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরবর্তিতে আমরা যখন ফিরে আসছিলাম তখন সেই ছেলেটির বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি দরজায় ওর ছোট বোনটি দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে বললাম, তোমার মাকে ডাকো, ছেলেটির মা আসলো এবং আমাকে বলল আপনি কি আমাকে সান্তনা দিতে এসেছেন, না সুসংবাদ দিতে এসেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম সান্তনা কোনটা, আর সুসংবাদ কোনটা? সে বলল, আমার ছেলে যদি সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে আমাকে সান্তনা দিন। আর আমার ছেলে যদি শহীদ হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ। আবু হুদামা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আপনার ছেলে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে, সে পিছু হটেনি। তখন ওই মহিলা বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমার এই ছেলেকে পরকালে নাজাতের উসিলা বানালেন।

উম্মে ইবরাহীমের ঘটনা

তারিখের কিতাবে বর্ণিত আছে বসরা শহরের অনেক আল্লাহভীরু নেককার মহিলা ছিল। তাদের মধ্য থেকে অন্যতম একজন হলেন উম্মে ইবরাহীম আল হাসেমিয়া। তার সময়ে শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে আক্রমন করে বসল এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তখন বসরার অলিতে গলিতে হাইয়া আলাল জিহাদ, হাইয়া আলাল জিহাদ বলে মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল। উদ্বুদ্ধ কারীদের মধ্যে হতে অন্যতম একজন ছিলেন সেই সময়কার বিশিষ্ট আলেম আব্দুল ওয়াহেদ যায়েদ আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বসরার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে ভাষণ দিয়েছিলেন আর মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।
একদিন কোন এক মজলিসে তিনি মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাষণ দিতে লাগলেন। আর সেই বরকতময় মজলিসে বিশিষ্ট নেক্কার মহিলা উম্মে ইবরাহীমও উপস্থিত ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ জিহাদ ও শাহাদাত এর ফজিলত বর্ণনা করতে করতে জান্নাতের হুরদের আলোচনা শুরু করলেন। তিনি একের পর এক জান্নাতের হুরদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে লাগলেন, তাদের সৌন্দর্যতার বিবরণ দিতে লাগলেন। সকল শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল এবং তারা সকলে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। মজলিসের মাঝখান থেকে উম্মে ইবরাহীম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সোজা

হেঁটে আব্দুল ওয়াহিদ এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
তিনি আব্দুল ওয়াহিদকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু ওবায়েদ! হে আবু ওবায়েদ! আপনি তো আমার ছেলে ইবরাহীমকে ভালো করেই চেনেন। বসরার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা আমার ছেলের সাথে তাদের মেয়েকে বিবাহ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদের কারো ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই এবং আমি মনে করি তাদের কেউই ইবরাহীমের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু আপনি এইমাত্র যে মেয়েটির কথা বললেন, আপনি এইমাত্র যে মেয়েটির বর্ণনা দিলেন তাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এই মেয়েটির সাথে ইবরাহীমকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাতে পারলে খুব খুশি হব। আমি এই জান্নাতি মেয়েটিকে আমার ছেলের বউ বানাতে চাই। আপনি কি ইবরাহীমের সাথে জান্নাতি এই রমণীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিতে পারবেন?
হে আবু ওবায়েদ! আমার ঘরে ১০ হাজার দিনার আছে। সেটাকে বিবাহের মোহরানা হিসেবে নিয়ে নিন এবং ইবরাহীমকেও আপনাদের সাথে জিহাদে নিয়ে নিন। যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য নসিব করেন এবং সে যেন আমার জন্য ও তার বাবার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করতে পারে। আব্দুল ওয়াহিদ একথা শুনে বললেন আপনি যদি এই কাজটা করেন তাহলে এটা আপনার জন্য, আপনার সন্তানের জন্য ও তার বাবার জন্য মহাসাফল্য হবে। আল্লাহর কসম, এটা মহাসাফল্য! উম্মে ইবরাহীম সবার মধ্য থেকে তার ছেলেকে ডাকলেন। ইবরাহীম বলল, মা আমি উপস্থিত। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; হে আমার আদরের সন্তান, তুমি কি জিহাদের ময়দানে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়ার শর্তে এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজি আছো?
সে বলল, আল্লাহর কসম আমি সন্তুষ্ট। উম্মে ইবরাহীম আল্লাহর দিকে ফিরলেন এবং বললেন হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকো! হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো; আমি আমার ছেলেকে এই মেয়েটির সাথে বিবাহ দিচ্ছি এই শর্তে যে, সে নিজেকে জিহাদের কুরবানী করবে। সে নিজের জীবনকে জিহাদের ময়দানে উৎসর্গ করবে এবং কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না এবং কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করবেনা। সুতরাং তাকে কবুল করে নাও, ইয়া রাব্বাল আলামীন! এই দোয়া করার পর তিনি দ্রুত বাড়িতে গেলেন এবং বাড়ি থেকে ১০ হাজার দিনার নিয়ে আসলেন। যুদ্ধে যাবার জন্য তার আদরের সন্তানকে একটি নতুন ঘোড়া ও ভালো আস্ত্র কিনে দিলেন। ইবরাহীম যুদ্ধে যাবার জন্য রণ সাজে সজ্জিত হলো, কোরআন তেলাওয়াত কারীরা তাকে ঘিরে তেলাওয়াত করতে লাগলো,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। [আত তাওবাহ্ঃ ১১১]

উম্মে ইবরাহীম তার কলিজার টুকরো সন্তানকে বিদায় জানাতে এলেন। তিনি তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার আদরের পুত্র! তোমাকে সাবধান করছি, হে আমার আদরের পুত্র! তোমাকে সাবধান করছি; এই যুদ্ধে কোনো গাফিলতি নয়, কোনো গাফিলতি নয়। তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবে, তুমি তোমার সর্বস্বকে উজাড় করে দিবে। তিনি তাকে একটি কাফনের কাপড় দিলেন এবং তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, ও আমার আদরের পুত্র! আল্লাহ্ তা'আলা যেন কখনোই আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পুনরায় একত্রিত নাকরেন। শেষ বিচারের দিনে মহামান্বিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার রহমতের ছায়াতলেই যেন আমাদের পুনরায় দেখা হয়। মুজাহিদীনগণ তাদের যাত্রা শুরু করলেন।
আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন, আমরা শত্রুদের এলাকায় পৌঁছলাম এবং শত্রুদের মুখোমুখি হলাম। শত্রুদের সাথে আমাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। ইবরাহীম প্রথম সারিতে থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। কেননা সে দুটি পুরস্কারের অপেক্ষায় ছিল হয়তো বিজয়, নয়তো শাহাদাত। তার মায়ের শেষ উপদেশ ছিল, এই যুদ্ধে কোনো গাফিলতি নয়, তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবে, তুমি তোমার সর্বস্বকে উজাড় করে দিবে। তাই ইবরাহীম তার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। ইবরাহীমের তেজদিপ্ত ঘোড়া যেদিক দিয়ে যাচ্ছিল সে দিক দিয়েই কাফিররা পরাজিত হচ্ছিল। ইবরাহীমের ধারালো তরবারির আঘাতে কাফিরদের গর্দানগুলো দ্বিখন্ডিত হয়ে যাচ্ছিল। ইবরাহীম ছিল শত্রুদের শরীরে কাঁটার মতো। শত্রুরা এই যুবক যুদ্ধার সাহসীকতা লক্ষ্য করলো। তারা বুঝতে পারল যে ভাবেই হোক তাকে থামানো দরকার। তারা চতুর্দিক থেকে ইবরাহীমকে ঘিরে ফেলল এবং সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করে ইবরাহীমকে শহীদ করে দিল। ইবরাহীম শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করলো। আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন, যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর আমরা বসরায় ফিরে এলাম। বসরার লোকজন আমাদেরকে স্বাগত জানাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উম্মে ইবরাহীম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, ও আবু ওবায়েদ! আল্লাহ্ যদি আমার উপহারটি কবুল করে থাকেন তাহলে আমাকে অভিনন্দন

জানান, নতুবা আমাকে সান্তনা দিন। আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, হে ইবরাহীমের মা! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার উপহারটি গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জীবিত আছে, ইবরাহীম শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে। সে শহীদদের মধ্য থেকে একজন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। [আত তাওবাহ: ১১১]

উম্মে ইবরাহীম আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে, যিনি আমার সন্তানকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরেরদিন সকালে তিনি মসজিদে দৌড়ে গেলেন এবং বললেন হে আবু ওবায়েদ! বুশরা, বুশরা, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আমি গতরাতে আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখেছি। সে সবুজ মিনার সমৃদ্ধ খুব সুন্দর একটি বাগানে ছিল, সাদা মুক্তার তৈরি একটি বিছানায় শুয়ে ছিল, তার মাথায় একটি মুকুট ছিল। সে আমাকে বলল, হে মা! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, হে মা! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার দেয়া মোহরানা গৃহিত হয়েছে এবং আমরা জান্নাতে আমাদের বিয়ে উদযাপন করছি।

সাঈদ ইবনুল হারসের ঘটনা

আল্লামা ইবনে নুহাস রহিমাহুল্লাহ। তার প্রসিদ্ধ কিতাব- মাশারি আল-আশউয়াক্ব ইলা মাশারি আল-উশাক্ব-কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাফি ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হিশাম ইবনে ইয়াহইয়া আল কিনানী বলেছেন, তোমাকে আমি একটি ঘটনা শুনাব ঘটনাটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই ঘটনাটির মাধ্যমে উপকৃত করেছেন, আশা করি তোমাকেও আল্লাহ্ তা'আলা উপকৃত করবেন। আমি বললাম, হে আবু ওয়ালিদ আমাকে ঘটনাটি বলুন। তিনি বলা শুরু করলেন, ৩৮ সনে আমরা রোম সম্রাজ্যে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক। তার নেতৃত্বে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দিচ্ছিলেন। আমরা বসরা আর জাজিরাতুল আরবের সাথীরা একসাথেই ছিলাম। আমরা পালাক্রমে রান্নাবান্না ও পাহারাদারীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলাম। আমাদের সাথে সাঈদ ইবনুল হারস্ নামে একজন যুবক ছিল। সে সব সময় আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতো। রাতের বেলায় আল্লাহর সামনে সিজদা অবনত অবস্থায় থাকতো। প্রভুর দরবারে দুই হাত তুলে কাকুতি-মিনতি করতো। আর দিনের বেলায় রোজাদার অবস্থায় যুদ্ধ করতো। যেদিনই তার রান্নাবান্না ও পাহারাদারীর দায়িত্ব আসতো তার অধিক ইবাদত ও মেহনত এর কারণে আমরা তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে চাইতাম। কিন্তু সে জোর করে দায়িত্ব পালন করতো। সে সকল দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতো সাথে সাথে তার ইবাদতও চালিয়ে যেত। ইবাদতে কোন ধরনের ঘাটতি হতে দিত না। কোনো রাত বা কোনো দিন এমন অতিবাহিত হয়নি যে, আমি তাকে ইবাদত ছাড়া দেখেছি। সে তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বদা ইবাদতে মগ্ন থাকতো। যখন আমরা সফরে থাকতাম; তখনও সে জিকিরে মশগুল থাকতো, কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকতো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে একদিন আমরা রোমানদের দুর্গ অবরোধ করলাম। সেদিন আমার ও তার একসাথে পাহারাদারীর দায়িত্ব পরলো। দুর্গ অবরোধের বিষয়টি আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সাঈদ ইবনুল হারস আমার সাথে সারারাত পাহারাদারীর দায়িত্ব পালন করলো। সেদিন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করল এবং ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকলো। রাত শেষ হয়ে যখন সকাল হলো; আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম,

হে সাঈদ! নিজের উপর অনুগ্রহ করো, হে সাঈদ! নিজের উপর অনুগ্রহ করো। এভাবে নিজেকে কষ্ট দিওনা। রাসূল (সাঃ)-তো আমাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী ইবাদত করতে বলেছেন। তখন সে আমাকে বলল, হে আমার ভাই! তাদের হাদিসতো তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা আখেরাতের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যাদের জীবনে এখনো দীর্ঘ সময় বাকি আছে। আর আমিতো মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছি, মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে মৃত্যু বরণ করবো না? তার জবাব শুনে আমার দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরল। আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম; আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে সব দিক থেকে সাহায্য করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে দিনের পথে অবিচল রাখেন। তারপর আমি তাকে বললাম, তুমি তো সারারাত জাগ্রত থেকেছ, এখন কিছু সময় ঘুমিয়ে নাও। সামান্য পরিমাণ বিশ্রাম করে নাও কেননা যুদ্ধের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তখন আর বিশ্রামের সুযোগ হবে না। এ কথা বলার পর সে তাবুর এক কোনে গিয়ে ঘুমিয়ে পরল। অন্যান্য সাথীরা রণ সাজে সজ্জিত হয়ে ময়দানে ছুটে গেল। আমি সাথীদের

রান্নাবান্না ও আসবাবপত্রের হেফাজতের জন্য রয়ে গেলাম। কিছুক্ষন পর তাবুর মধ্য থেকে কারো কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা ভিতরেতো সাঈদ ইবনুল হারস ছাড়া আর কেউই নেই। আর সেতো ঘুমন্ত। আমার ধারণা হলো হয়তো আমার অজান্তেই, আমার অগোচরেই তাবু থেকে উঠে গেছে। আমি দ্রুত তাবুতে প্রবেশ করলাম কিন্তু সেখানে কাউকে পেলাম না। দেখলাম সাঈদ ইবনুল হারস তাবুর এক পাশে শুয়ে আছে। সে ঘুমের মাঝেই কি যেন বলছে আর মিট করে হাসছে। আমি তার দিকে দৌঁড়ে ছুটে গেলাম এবং তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। আমি দেখলাম সে ঘুমন্ত অবস্থায় কারো দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কাউকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। পরবর্তীতে কোমলভাবে আবারো হাতকে গুটিয়ে নিচ্ছে, আর হেসে হেসে বলছে তাহলে রাতের বেলায় কথা হবে। এই কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল ও চিৎকার শুরু করল। আমি তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। সে কিছুটা শান্ত হলো এবং সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার বলতে লাগল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই তোমার কি হয়েছে? ঘুমের মাঝে তুমি অস্বাভাবিক আচরণ করছিলে, আশ্চর্য ধরনের কথা বলছিলে এর কারণ কি? সে বলল, আমাকে ক্ষমা করো এই ব্যাপারে আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারবোনা। তখন আমি তাকে বন্ধুর অধিকারের দোহাই দিয়ে বললাম, আমিতো তোমারই বন্ধু। তুমি আমাকে ঘটনাটি খুলে বল। হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করবেন। অতঃপর সে তার স্বপ্নের বিবরণ দিতে শুরু করলো।

সে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার কাছে দুজন সুদর্শন লোক আসলো। এত সুন্দর মানুষ আমি আর কখনই দেখিনি। তারা এসে আমাকে বলল, হে সাঈদ সুসংবাদ গ্রহন কর! হে সাঈদ সুসংবাদ গ্রহন কর! তোমার গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে, তোমার আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে, তোমার ডাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাড়া দিয়েছেন। আর জীবিত অবস্থায়ই তোমাকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। আমাদের সাথে চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা আমাকে একটি ঘোড়ায় আরোহন করালো, এমন ঘোড়া আমি আর কখনই দেখিনি। ঘোড়াটি আমাদের নিয়ে প্রবাল হওয়ার ন্যায় দ্রুত বেগে ছুটতে লাগল এবং একটি বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রাসাদটি এতটাই বড় ছিল যে, তার এক পার্শ্ব থেকে আরেক পার্শ্ব দেখা যাচ্ছিল না। তার নিচ থেকে উপরের অংশ দেখা যাচ্ছিল না, প্রাসাদটি আলোতে ঝলমল করছিল। আমরা যখন দরজার কাছে গেলাম তখন দরজাটি খুলে গেল অথচ দরজা খোলার জন্য কাউকে ডাকা হয়নি। আমরা এমন এক জায়গায় প্রবেশ করলাম যার বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। কোন মানব আত্মা এত সুন্দর জায়গার কল্পনাও করতে পারে না। সেখানে তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য হুর গেলমান ও জান্নাতি সেবকদের দেখতে পেলাম। তারা সকলেই বিভিন্ন সুরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলো। তারা বলেছিল, হে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা! তোমাকে স্বাগতম, হে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা! তোমাকে স্বাগতম। আমরা চলতে চলতে একটি মনোরম ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে অনেকগুলো স্বর্ণের খাট বিছানো ছিল, আর প্রত্যেকটি খাটের উপর একজন করে সুন্দরী হুর বসা ছিল। দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই তাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না, দুনিয়ার কোন কিছুর সাথেই তাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। তাদের সকলের মাঝখানে এমন এক যুবতী বসা ছিল যার সৌন্দর্যতা সকলের সৌন্দর্যতাকে হার মানায়। যার উজ্জলতায় পুরো প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল, যার সুঘ্রাণে পুরো প্রাসাদ সুভাসিত হয়ে গিয়েছিলো। আমার পাশের দু'ব্যক্তি আমাকে ডাক দিয়ে বলল, হে সাঈদ! এটা তোমার আবাস্থল এরা তোমার পরিবার। তোমার উপর তোমার প্রতিপালক বরই সন্তুষ্ট। যাও তোমার পরিবারের সাথে দেখা করো; কথা বলে তারা চলে গেল। অন্যান্য তরুণীরা এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে ধরে নিয়ে ঐ সুন্দরি রমনির পাশে বসালো। তারা আমাকে বলল, ইনিই হচ্ছেন আপনার স্ত্রী। সে বহুকাল ধরে আপনার জন্য অপেক্ষায় আছে। তারপর আমি তার সাথে কথা বললাম সেও আমার সাথে কথা বলল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি এখন কোথায় আছি? সে বলল আপনি জান্নাতুল মাওয়ায় অবস্থান করছেন। আমি তাকে আবারো জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি আপনার চিরস্থায়ী স্ত্রী। আমি তাকে স্পর্শ করার জন্য আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম, সে কোমলভাবে আমার হাতকে ফিরিয়ে দিলো এবং বললো এখনো সময় হয়নি! এখনো সময় হয়নি! আজকে আপনাকে দুনিয়াতে ফিরে যেতে হবে। আমি বললাম আমি দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই না, আমি দুনিয়াতে সেটা যেতে চাই না। সে বলল, যেতে হবে। আপনি ৩ দিন দুনিয়াতে অবস্থান করবেন অতঃপর তৃতীয় রাতে আমাদের সাথে এসে ইফতার করবেন। আমি বললাম ঠিক আছে, তাহলে রাতের বেলায় দেখা হবে। তারপর সে মজলিস উঠে গেল, আমারও ঘুম ভেঙে গেল।

এই হল আমার স্বপ্নের কাহিনী। তারপর সে বলল, হে আবু ওয়ালিদ! আমার জীবদ্দশায় আপনি এই ঘটনা কারো সাথে বর্ণনা করবেন না। আমি বললাম ঠিক আছে। সুবাহানাল্লাহ্!

আল্লাহ তা'আলা তোমার আমলের প্রতিদান তোমাকে দুনিয়াতে দেখিয়ে দিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, আমাদের বাকি সাথীরা কোথায়? আমি বললাম, সকলেই যুদ্ধে গেছে। সে ভালো করে গোসল করে শরীরে সুগন্ধি মাখালো, রণ সাজে সজ্জিত হয়ে দ্রুত বেগে ময়দানে ছুটে গেল। আল্লাহর শত্রুদের সাথে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। তার সাথীরা ক্লান্ত হয়ে ময়দান থেকে চলে আসলো কিন্তু সে তার যুদ্ধকে অব্যাহত রাখল। তার সাথীরা ফিরে এসে বলল, হে আবু ওয়ালিদ! আজকে একটি আশ্চর্য জনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের সাথী সাঈদ ইবনুল হারসকে দেখলাম সে বীরত্বের সাথে রণাঙ্গনে লড়াই করছে। সে নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর তীর-ধনুকের সামনের নির্ভয়ে ছুটে যাচ্ছে, জীবনের কোনো পরোয়াই যের তার নেই।

সে শাহাদাতের নেশায় পাগল পারা, সে শাহাদাতের নেশায় দিশেহারা। একথা শুনে মনে মনে বলে উঠলাম তোমরা যদি তার অবস্থা জানতে, তাহলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তোমরাও তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে। তোমরাও তার মত শাহাদাতের নেশায় ছুটে বেড়াতে। সন্ধ্যাবেলায় কিছু একটা খেয়ে ইফতার করল, সারারাত ইবাদত কাটিয়ে দিল। সে পরের দিনও রোজাদার অবস্থায় আগের দিনের মতো বীরত্বের সাথে লড়াই করল। এভাবেই আরেকটা দিন কেটে গেল। তার ব্যাপারে সাথীরা দ্বিতীয় দিনও সেই কথাই বলল, যা আগের দিন বলেছিল। তৃতীয় দিন সে রণ সাজে সজ্জিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হল। আমি তার পিছনে পিছনে ময়দানের ছুটে গেলাম। আমি দূর থেকে লক্ষ করে যাচ্ছিলাম। সে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে লাগল আল্লাহর শত্রুদের অন্তরকে আতঙ্কিত করে তুলল, শত্রুরা তার ভয়ে ময়দান থেকে পালায়ন করতে লাগলো। সে শাহাদাতের নেশায় যুদ্ধের ময়দানে দুর্বার গতিতে চলছিল। কোন শক্তিই যেন তাকে প্রতিহত করতে পারছিল না। দিন শেষে যখন সূর্য ডোবার উপক্রম হল তখন দুর্গের উপর থেকে কোনো এক কাফির তার দিকে একটি তীর ছুড়ে মারলো। তীরটি এসে তার গলায় বিদ্ধ হলো, সে জমিনে লুটিয়ে পড়লো, অমি তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমি চিৎকার করে সকলকে ডাকলাম, সকলে তাকে ধরে বহন করে নিয়ে আসলো।

আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, হে সাঈদ! তোমার জন্য সুসংবাদ, হে সাঈদ! তোমার জন্য সুসংবাদ। তুমিতো আর আমার সাথে ইফতার করবে না, তুমিতো আর আমার সাথে ইফতার করবে না। হায় আমি যদি তোমার সঙ্গী হতে পারতাম! হায় আমি যদি তোমার সঙ্গী হতে পারতাম!! আমি যদি তোমার সাথে শাহাদাতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারতাম। সাঈদ আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকা করে মুচকি হাসলো এবং আমাকে তার কথা গোপন রাখার সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলো। তারপর সে বলল, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য; যিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। একথা বলে সে তার রবের সান্নিধ্যে চলে গেল।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কালামে মাজিদে বলছেনঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত। তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট হতে রিজিক প্রাপ্ত। [আল ইমরানঃ ১৬৯]

আব্দুল্লাহ বিন আমর আল-আনসারী (রাঃ) এর ঘটনা

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লার কসম করে বলছি, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় হতে পারবে না, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না; যতক্ষণ না তোমার কাজগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে এবং তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং তুমি তোমার নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করবে। জেনে রাখো! আল্লাহর এমন কিছু বন্দা রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যাধিক বেশি ভালোবাসে, এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে চায়, এজন্য আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। আব্দুল্লাহ বিন আমর আল-আনসারী (রাঃ) উহুদ যুদ্ধের আগের রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। অতপর তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদের লক্ষ্য করে কল্যাণের ওসিয়ত করলেন। তার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে মায়া ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আয়নাল মুলতাকা ইয়া আবা জাবের, হে জাবেরে পিতা! আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ কোথায় হচ্ছে। ক্বলা আল-মুলতাকাল জান্নাহ্! তিনি জবাব দিলেন, হে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী তুমি দুঃখ করো না, জান্নাতে যেয়েই আমরা পরবর্তী সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ। অতপর তিনি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উহুদের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

তার শাহাদাতের পর তার ছেলে জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে একটু চিন্তিত দেখা যাচ্ছিল, তখন রাসূল (সাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ ইয়া জাবের! ওয়াল্লাযি নাফসি বিইয়াদি মা-যালাতিল মালাইকাতু তুবিল্লুহু বিআজনি হাতিহা হাত্তা রফায়াতহু ওয়াল্লাহি ইয়া জাবের ইননাল্লাহা কাল্লা মা-আবাকা কিফাহান লাইছা বাইনাহু ওয়া বায়াহু তুরযুমান।

হে জাবের! ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমি মুহাম্মদের জীবন। তোমার বাবাকে ফেরেশতারা তাদের ডানার ছায়ায় আচ্ছাদিত করে আসমানে তুলে নিয়ে গেছে। হে জাবের! আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমার বাবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি কথা বলেছেন। এমনকি আল্লাহর মাঝে এবং তার মাঝে কোন ধরনের দোভাষী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও, আজকে তুমি যা চাবে তোমাকে তাই দেয়া হবে। আতপর সে বলল, হে আল্লাহ্! আমি চাই আপনি আমাকে আবারো দুনিয়াতে ফিরে পাঠান। আমি আপনার জন্য আবারো নিহত হই। এভাবে একে একে তিনবার দুনিয়াতে ফিরে এসে আল্লহর রাহে নিহত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণের পর; আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার বান্দা! এ বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, যেকেউ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর তাকে আর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে পাঠানো হবে না। তুমি এটা ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু চাও। তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। আমি চাই আপনিও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেনঃ ফা-ইন্নী আহলালতো আলাইকা রিদুয়ানি ফালা-আসখাতো আলাইকা আবাদা। হে আমার বান্দা! আজকে আমি তোমার প্রতি এমনভাবে সন্তুষ্ট হলাম যে আজকের পর আমি আর কোনদিন তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। ফা-ইন্নী আহলালতো আলাইকা রিদুয়ানি ফালা-আসখাতো আলাইকা আবাদা। হে আমার বান্দা! আজকে আমি তোমার প্রতি এমনভাবে সন্তুষ্ট হলাম যে আজকের পর আমি আর কোনদিন তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ওহুদের যুদ্ধে নিহত সকলের রুহকে সবুজ পাখির অন্তরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারা সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়াতে লাগল, জান্নাতের বাগান গুলোতে ঘুরে ঘুরে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ ভক্ষণ করতে থাকলো। জান্নাতের ঝর্ণা সমূহ থেকে সুমিষ্ট পানি পান করতে লাগল। এটা হচ্ছে সেই পুরস্কার, যেই পুরস্কারে ওয়াদা প্রত্যেক অনুরাগী ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কারীকে দেয়া হয়েছিল। যারা নির্জন মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতো এবং বিনীত হৃদয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতো। সেদিন তাদের লক্ষ্য করে বলা হবে, আজকে তোমরা এই জান্নাতে শান্তিতে প্রবেশ কর। আজকেতো চিরস্থায়ীভাবে তোমাদের এই জান্নাতে প্রবেশের দিন। তারা সে জান্নাতে যা চাবে তাদেরকে তাই দেয়া হবে। আর আমার কাছে রয়েছে তাদের জন্য আরও অতিরিক্ত কিছু।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহতালা আব্দুল্লাহ বিন আমর আল-আনসারী (রাঃ)-সহ উহুদের সকল শহীদের রুহকে একত্রিত করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কাছে চাও, আজকে তোমরা আমার কাছে যা চাবে আমি তোমাদেরকে তাই দিবো। তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দুনিয়াতে ফিরে যেয়ে আবারও আপনার রাস্তায় নিহত হতে চাই, আমরা দুনিয়াতে ফিরে যেয়ে আবারও আপনার পথে আমাদের জীবনটাকে বিলিয়ে দিতে চাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আমার বান্দারা! এ বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর কেউ আর দুনিয়াতে ফিরে যাবে না। তোমরা আমার কাছে এছাড়া অন্য কিছু চাও। তখন তারা বলল, হে আল্লাহ্! আমরা জান্নাতে এসে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ উপভোগ করছি, জান্নাতের উদ্যানসমূহে ঘুরে বেড়াচ্ছি, জান্নাতের ফল ফলাদি ভক্ষণ করছি, জান্নাতের ঝর্ণা সমূহ থেকে সুমিষ্ট পানি পান করছি। অথচ যারা দুনিয়াতে বসে রয়েছে তারাতো আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে আল্লাহ্! আমরা চাই আপনি আমাদের এই অবস্থার কথা দুনিয়াতে অবস্থানরত আমাদের ভাইদের কাছে পৌঁছে দিবেন। যাতে করে তারা শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে আপনার পথে জীবন বিলাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দুনিয়ার মানুষ দের অবগতির জন্য এই আয়াত নাযিল করলেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিজিক প্রাপ্ত। [আল ইমরানঃ ১৬৯]